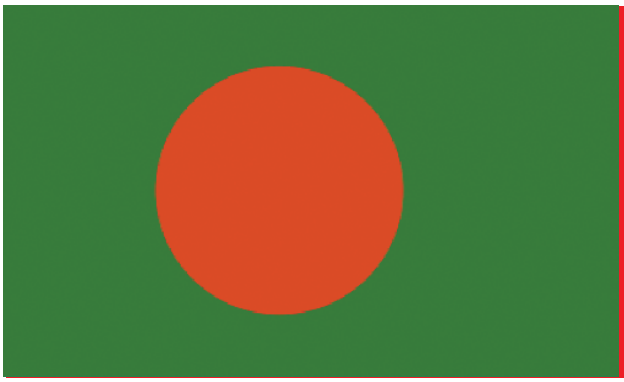

আমাদের লাল সবুজের অহঙ্কার

চারদিকে গাঢ় সবুজ, মাঝখানে লাল সূর্য -এই আমাদের জাতীয় পতাকা। তবে আমরা অনেকেই জানি না, আমাদের এই লাল সবুজ অহঙ্কারের প্রথম ডিজাইনটি করেছিলেন ঢাকার নিউমার্কেটের অখ্যাত এক দর্জি। তবে মুক্তিযুদ্ধের সময় সম্ভাব্য স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকার মাঝখানের লাল বৃত্তের মধ্যে ছিল হলুদ রঙের দেশের মানচিত্র। স্বাধীনতা-উত্তরকালে পতাকাকে বর্তমান এই অবয়বে উত্তরণ করেন প্রখ্যাত শিল্পী কামরুল হাসান। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনও এ কাজে তাকে সহায়তা করেছিলেন বলে জানা যায়।

অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও জাতীয় পতাকার আকৃতি, গড়ন, রঙ ও পতাকা উত্তোলনের ধরনের কিছু অনুমোদিত নিয়মকানুন অনুসরণ করে। পতাকাবিধি (১৯৭২) অনুসারে জাতীয় পতাকার গাঢ় সবুজ অংশটি হবে ১০:৬ অনুপাতে আয়তকার, আর মাঝখানের লাল বৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে পাতাকার মোট দৈর্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ। বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুর অবস্থান হবে পতাকার দৈর্ঘ্যের ৯/২০ অংশ থেকে টানা লম্বা এবং প্রস্থের মাঝখান দিয়ে টানা আনুভূমিক রেখার ছেদবিন্দুতে। পতাকার সবুজ অংশ হবে প্রসিয়ন গাঢ় সবুজ এইচ-২ আরএস, হাজারে ৫০ ভাগ হিসাবে, লাল বৃত্তের অংশ হবে প্রসিয়ন উজ্জ্বল কমলা রঙ এইচ-২ আরএস, হাজারে ৬০ ভাগ হিসাবে। ভবনের আকারভেদে পতাকার আকার হবে ১০´-৬´; ৫´-৩´; ২১/২´;১১/২´। মোটরগাড়িতে ব্যবহৃত পতাকার সাইজ হবে ১২১/২´-৭১/২´ এবং দ্বিপাক্ষীয় আলোচনা অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত টেবিল পতাকার সাইজ হবে ১০´´-৬´´।

যেসব দিবসে সারা দেশের সরকারি ও বেসরকারি ভবনে এবং বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন ও কনস্যুলেটসমূহে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করতে হবে সেগুলো হলো স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ঈদে মিলাদুন্নবী এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য দিবসসমূহ। একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অনুমোদিত অন্যান্য দিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতভাবে উড্ডীন করা হবে।

প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবন ও দপ্তর, যেমন রাষ্ট্রপতি ভবন, প্রধানমন্ত্রী ভবন, জাতীয় সংসদ ভবন ইত্যাদিতে কর্মদিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হবে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ চ্যান্সারি ও দূতাবাস ভবনে জাতীয় পতাকা উড্ডীন থাকবে। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ, চিফ হুইপ, সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা, বিদেশে অবস্থানরত দূতাবাস প্রধানদের সরকারি বাসভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হবে। তাদের প্রত্যেকে নিজস্ব গাড়িতে পতাকা ব্যবহার করতে পারেন। জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন বিষয়ে বিস্তারিত বিধিমালা ও প্রটোকল রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে সূর্যাস্তের আগেই পতাকা নামিয়ে ফেলা। এরকম আরো কিছু বিধি রয়েছে, সেসব জেনে বুঝে আমাদের মেনে চলা উচিত হয়তো অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় আমরা জাতীয় পতাকার অবমাননা করে ফেলি, যা কারোই কাম্য নয়।

সাইফ ইসলাম

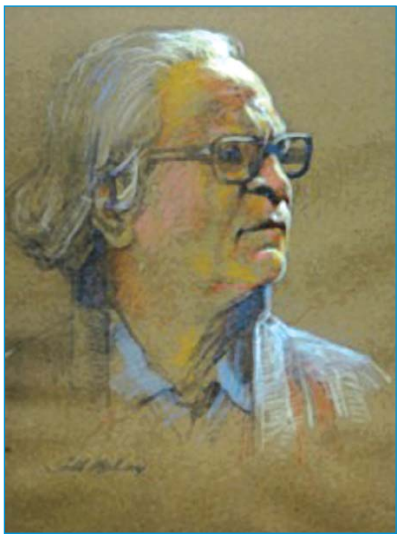

শিল্পী কামরুল হাসান

সম্ভাব্য স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকায় মাঝখানের লাল বৃত্তের মধ্যে ছিল হলুদ রঙে দেশের মানচিত্র

লোগো